নয়া দিগন্ত

www.dailynayadiganta.com

ঢাকা, সোমবার, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ৯ মহররম ১৪৩৩, ৫ ডিসেম্বর ২০১১

শিল্প যন্ত্রপাতি আমদানি কমছে

● আশরাফুল ইসলাম

উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি ব্যাপক হারে কমতে শুরু করেছে। উদ্বেগজনক হারে কমছে গার্মেন্ট শিল্পের যন্ত্রাংশ আমদানি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানির জন্য এলসি খোলার (ঋণপত্র স্থাপন) হার কমেছে ৩৪ শতাংশ। এর মধ্যে তৈরী পোশাক খাতেই কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদেরা বলেছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গ্যাস-বিদ্যুতের স্বল্পতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী মন্দার আশঙ্কায় নতুন বিনিয়োগে উদ্যোক্তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। এটা অর্থনীতির জন্য মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। এটা শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে স্থবিরতার লক্ষণ, যা অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাদের মতে এ ধারা অব্যাহত থাকলে বছর শেষে জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হবে না।

আমদানিসংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থবছরের প্রথম চার মাসে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে ৭২ কোটি ৭০ লাখ ডলারের, যেখানে আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১০৯ কোটি ৯০ লাখ ডলারের। এ সময়ে এলসি খোলার হার কমেছে ৩৩ দশমিক ৮৯ ভাগ।

মূলধনী যন্ত্রপাতির মধ্যে শ্রমঘন শিল্প তথা তৈরী পোশাক খাতে ব্যাপক হারে আমদানি কমেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, আলোচ্য চার মাসে তৈরী পোশাক খাতে আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে ১০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারের।

চার মাসে কমেছে ৩৪ শতাংশ
তৈরী পোশাক খাতে ২৫ ভাগ

শুধু তৈরী পোশাক খাতই নয়, আরেকটি শ্রমঘন খাত অর্থাৎ টেক্সটাইল খাতে দীর্ঘ দিন ধরে বিনিয়োগ স্থবিরতা চলছে। চলতি অর্থবছরের আলোচ্য সময়ে এ খাতে এলসি খোলা হয়েছে ১১ কোটি ৯০ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১২ কোটি ১০ লাখ ডলার। টেক্সটাইল শিল্প উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতীয় নিম্নমানের সুতায় বাজার সয়লাভ হয়ে গেছে। আমদানি সহজীকরণের কারণে ভারতীয় সুতা অতি সহজেই বাজারে প্রবেশ করছে। এর ফলে দেশে টেক্সটাইল শিল্পে উৎপাদিত সুতা মূল্যের প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। এর ফলে সুতা অবিক্রীত থাকছে। এতে শিল্পের উৎপাদন অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে। তাদের মতে, যেখানে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতায়ই কাজে লাগানো যাচ্ছে না, সেখানে নতুন শিল্প স্থাপন করে বিনিয়োগকারীরা কী করবেন। এতে যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

ব্যাংকারদের মতে, এলসি খোলার হার কমে যাওয়ার অর্থ হলো সামনে শিল্প বিনিয়োগ কমে যাবে। অর্থাৎ নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমে যাবে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. মীর্জা আজিজুল ইসলাম গতকাল *নয়া দিগন্ত*কে এ বিষয়ে জানিয়েছেন, মূলধনী যন্ত্রপাতি দেশের উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমে গেলে শিল্পের প্রবৃদ্ধি কমে যাবে। আর এ পরিস্থিতিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না। এতে বছর শেষে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সাবেক এ উপদেষ্টা কয়েকটি কারণ দায়ী বলে উল্লেখ করেন। প্রথমত, দেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা আসে, তখন বিনিয়োগকারীরা নতুন নতুন বিনিয়োগ ■ :

শেষ পৃ

করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ দিন ধরে শিল্পকারখানায় গ্যাস সংযোগ বন্ধ রয়েছে। বিদ্যুৎ পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়নি। তৃতীয়ত, বিশ্বব্যাপী আরেক দফা অর্থনৈতিক অস্থিরতার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এসব কারণ কাজ করছে বলে তিনি মনে করেন।

তৈরী পোশাক খাতের অন্যতম উদ্যোক্তা বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম মুর্শেদী গতকাল *নয়া দিগন্ত*কে জানিয়েছেন, দেশের শ্রমঘন খাত হলো গার্মেন্ট সেক্টর। কিন্তু বিশ্বব্যাপী আরেক দফা মন্দার কারণে এ সেক্টর নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত, ইতোমধ্যে এ খাতের রফতানির কার্যাদেশ কমে গেছে। শুধু তাই নয়, দামও কমে গেছে। দাম কমে যাওয়ার কারণে মূল্যপ্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে এ খাতের রফতানি আয়ের ওপর। ইতোমধ্যে এ খাতের গড় রফতানি কমে গেছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে এ শিল্পের সাথে জড়িত হাজার হাজার কর্মক্ষম শ্রমিক বেকার হয়ে যাবেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকারের কাছে টাস্কফোর্স গঠনের দাবি জানিয়েছেন। প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এ খাতের আর্থিক সহায়তাসহ সামগ্রিক মনিটরিং-ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি জানান।

আমার দেশ

ঢাকা, বৃহস্পতিবার ● ৮ ডিসেম্বর ২০১১
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ ● ১২ মহররম ১৪৩৩

সায়হাম কটন মিলসের আইপিও অনুমোদন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

শেয়ার ছেড়ে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহে সায়হাম কটন মিলসের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) অনুমোদন করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)। বস্ত্র খাতের এ কোম্পানিটি ৪ কোটি ৭৫ লাখ শেয়ার ছেড়ে পুঁজিবাজার থেকে ৯৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে। গতকাল কমিশনের নিয়মিত সভায় কোম্পানিটির আইপিও অনুমোদন হয়েছে বলে জানান এসইসির নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান।

তিনি আরও জানান, ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের বিপরীতে ১০ টাকা প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়েছে। ফলে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের বরাদ্দ মূল্য হবে ২০ টাকা। কোম্পানিটির ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স।

জানা গেছে, পুঁজিবাজার থেকে সংগৃহীত অর্থে কোম্পানিটি ভূমি উন্নয়ন, নতুন ভবন নির্মাণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মেশিনারিজ কিনবে। সর্বশেষ আর্থিক হিসাব বিবরণী অনুয়ায়ী, কোম্পানির শেয়ারপ্রতি সম্পদ মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে ১৪ টাকা ৭৩ পয়সা।